

ডিজিটাল মার্কেটিং গাইড

ফেসবুক পেজ অডিট গাইড

আপনার পেজের আসল অবস্থা বুঝুন, দুর্বলতা খুঁজে বের করুন
এবং ব্যবসা বাড়ানোর পরিকল্পনা সাজান

ধাপে ধাপে গাইড • চেকলিস্ট ও ছক • স্কোরকার্ড • ৯০ দিনের অ্যাকশন প্ল্যান

এই বই সম্পর্কে

এই বইয়ের তথ্য সাধারণ দিকনির্দেশনার উদ্দেশ্যে লেখা। ফেসবুক (Meta)-এর ফিচার, মেনুর নাম, নীতিমালা ও বিজ্ঞাপন ব্যবস্থা সময়ের সাথে প্রায়ই বদলায়। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ফেসবুকের সর্বশেষ নির্দেশিকা ও নিজের অ্যাকাউন্টের বর্তমান অপশন যাচাই করে নিন। বইয়ে দেওয়া সংখ্যা ও উদাহরণ শুধু বোঝানোর জন্য; এগুলো কোনো ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়। ফেসবুক ও মেটা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক এই বইটি তাদের সাথে সম্পর্কিত বা অনুমোদিত নয়।

সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ২০২৬

সূচিপত্র

ভূমিকা	৩
১. ফেসবুক পেজ অডিট কী ও কেন দরকার	৪
২. অডিটের আগে প্রস্তুতি	৬
৩. পেজ সেটআপ ও ব্র্যান্ডিং অডিট	৮
৪. কন্টেন্ট অডিট	১০
৫. ইঙ্গেজমেন্ট ও রিচ বিশ্লেষণ	১২
৬. অডিয়েন্স অডিট	১৪
৭. যোগাযোগ ও গ্রাহকসেবা অডিট	১৬
৮. বিজ্ঞাপন ও ট্র্যাকিং অডিট	১৮
৯. নিরাপত্তা ও নীতিমালা অডিট	২১
১০. প্রতিযোগী বিশ্লেষণ	২৩
১১. স্কোরকার্ড ও ফলাফল বিশ্লেষণ	২৫
১২. অ্যাকশন প্ল্যান: ৩০-৬০-৯০ দিন	২৭
১৩. ১০টি সাধারণ ভুল ও তার সমাধান	২৯
১৪. এক পৃষ্ঠার অডিট রিপোর্ট টেমপ্লেট	৩০
পরিশিষ্টশব্দকোষ ও শেষ কথা	৩১

কেন এই বই

আপনি নিয়মিত পোস্ট করছেন, মাঝে মাঝে বুস্টও করছেন; কিন্তু মেসেজ, অর্ডার বা ফলোয়ার আশানুরূপ বাড়ছে না— এই অভিজ্ঞতা অনেক পেজ মালিকেরই আছে। সমস্যা কোথায়, তা না জেনে আরও বেশি পোস্ট বা আরও বেশি বাজেট ঢাললে খরচ বাড়বে ফল বাড়বে না।

ফেসবুক পেজ অডিট হলো আপনার পেজের একটি পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য-পরীক্ষা। ডাক্তার যেমন রোগ না জেনে ওষুধ দেন না, তেমনি পেজের সমস্যা না জেনে কৌশল সাজানো ঠিক নয়। এই বইয়ে আমরা ধাপে ধাপে দেখব কী যাচাই করবেন, কোথা থেকে তথ্য পাবেন, কীভাবে স্কোর করবেন এবং কীভাবে একটি বাস্তবসম্মত অ্যাকশন প্ল্যান বানাবেন।

এই বই কাদের জন্য

- ফেসবুকভিত্তিক অনলাইন ব্যবসার উদ্যোক্তা ও এফ-কমার্স বিক্রেতা
- ছোট ও মাঝারি ব্যবসার মালিক, যাদের পেজ আছে কিন্তু কৌশল নেই
- সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার ও ডিজিটাল মার্কেটার
- ফ্রিল্যান্সার ও এজেন্সি, যারা ক্লায়েন্টের পেজ অডিট করে দেন

কীভাবে ব্যবহার করবেন

1. **পড়ুন:** প্রথমে পুরো বইটি একবার চোখ বুলিয়ে নিন।
2. **পূরণ করুন:** নিজের পেজ খুলে অধ্যায় ধরে ধরে চেকলিস্ট পূরণ করুন।
3. **স্কোর করুন:** অধ্যায় ১১-এর স্কোরকার্ডে ফলাফল একত্র করুন।
4. **কাজ করুন:** অধ্যায় ১২-এর ছকে ৯০ দিনের পরিকল্পনা বানিয়ে শুরু করুন।

একটি পেজের পূর্ণ অডিটে সাধারণত কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে। বইটি প্রিন্ট করে কলম দিয়ে চেকলিস্টে টিক দিলে কাজ আরও সহজ হয়।

মনে রাখুন

ফেসবুকের মেনু ও ফিচারের নাম প্রায়ই বদলায়। তাই এই বইয়ে নির্দিষ্ট বাটনের চেয়ে **কী দেখবেন এবং কেন দেখবেন**—সেটিই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

ফেসবুক পেজ অডিট কী ও কেন দরকার

অডিট মানে দোষ খোঁজা নয়; অডিট মানে সত্যিটা জানা—যাতে সময় ও টাকা সঠিক জায়গায় খরচ হয়।

১.১ অডিট বলতে কী বোঝায়

ফেসবুক পেজ অডিট হলো আপনার পেজের সেটআপ, কনটেন্ট ইঙ্গেজমেন্ট অডিয়েন্স, গ্রাহক-যোগাযোগ, বিজ্ঞাপন ও নিরাপত্তা—এই সবকিছু একটি নির্দিষ্ট কাঠামো ধরে পরীক্ষা করা। ফলাফলে তিনটি জিনিস পাওয়া যায়: **কী ভালো চলছে, কোথায় সমস্যা এবং পরবর্তী ৯০ দিনে কী করতে হবে।**

১.২ কখন অডিট করবেন

- প্রতি তিন মাসে একবার নিয়মিত স্বাস্থ্য-পরীক্ষা হিসেবে
- বড় কোনো বিজ্ঞাপন ক্যাম্পেইন শুরুর আগে
- রিচ বা মেসেজ হঠাৎ কমে গেলে
- নতুন ক্লায়েন্টের পেজ হাতে নেওয়ার সময় (এজেন্সি বা ফ্রিল্যান্সারদের জন্য)
- রি-ব্র্যান্ডিং, নতুন পণ্য বা নতুন বাজারে যাওয়ার আগে

১.৩ অডিটের সাতটি ক্ষেত্র

এই বইয়ে অডিটকে সাতটি ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটির আলাদা চেকলিস্ট ও পূর্ণমান আছে, সব মিলিয়ে ১০০।

ক্ষেত্র	মূল প্রশ্ন	পূর্ণমান
পেজ সেটআপ ও ব্র্যান্ডিং	প্রথম দেখাতেই কি মানুষ বুঝতে পারে আপনি কে এবং কী দেন?	১৫
কনটেন্ট	আপনি কি এমন কিছু পোস্ট করছেন যা মানুষ দেখতে ও শেয়ার করতে চায়?	২০
ইঙ্গেজমেন্ট ও রিচ	আপনার পোস্ট কতজনের কাছে পৌঁছচ্ছে এবং তারা কী করছে?	১৫
অডিয়েন্স	আপনার ফলোয়াররা কি আসলেই আপনার সম্ভাব্য ক্রেতা?	১০
যোগাযোগ ও গ্রাহকসেবা	মেসেজ ও কমেন্ট কি দ্রুত এবং ভালোভাবে সামলানো হচ্ছে?	১৫
বিজ্ঞাপন ও ট্র্যাকিং	বিজ্ঞাপনের টাকা কি ফল দিচ্ছে, এবং আপনি কি তা মাপতে পারছেন?	১৫
নিরাপত্তা ও নীতিমালা	আপনার পেজ কি হারিয়ে যাওয়া বা ব্লক হওয়ার ঝুঁকি থেকে সুরক্ষিত?	১০

১.৪ ১৫ মিনিটের দ্রুত অডিট

পুরো অডিটের সময় না থাকলে আগে এই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন। যত বেশি “না”, তত বেশি জরুরি পূর্ণ অডিট।

- ☐ গত ৩০ দিনে আপনি কি অন্তত ১২টি পোস্ট করেছেন?
- ☐ কেউ ইনবক্সে লিখলে আপনি কি সাধারণত এক ঘণ্টার মধ্যে উত্তর দেন?

- ☐ পেজের পরিচিতি, ফোন নম্বর ও অ্যাকশন বাটন কি সঠিক ও হালনাগাদ?
- ☐ গত ৯০ দিনে কোন পোস্টটি সবচেয়ে ভালো চলেছে এবং কেন—তা কি বলতে পারবেন?
- ☐ আপনার পেজে কি অন্তত দুজন অ্যাডমিন আছেন এবং সবার টু-ফ্যাক্টর চালু?

অডিটের আগে প্রস্তুতি

প্রস্তুতি ঠিক থাকলে অডিটের অর্ধেক কাজ হয়ে যায়। ডেটা ছাড়া অডিট শুধু মতামত।

২.১ আগে লক্ষ্য ঠিক করুন

একই পেজ দেখে একজন বলবেন “ফলোয়ার কম”, আরেকজন বলবেন “বিক্রি কম”। কারণ লক্ষ্য আলাদা। তাই অডিট শুরুর আগে লিখে ফেলুন: এই পেজ থেকে আপনি ঠিক কী চান? লক্ষ্য অনুযায়ী মূল মেট্রিক বদলে যায়:

ব্যবসার লক্ষ্য	যে মেট্রিকগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ
সরাসরি বিক্রয় (ইনবক্স/ওয়েবসাইট)	শুরু হওয়া মেসেজ, অর্ডার সংখ্যা, প্রতি অর্ডারের খরচ, ROAS
নতুন গ্রাহক/লিড সংগ্রহ	ফর্ম পূরণ, কল ক্লিক, প্রতি লিডের খরচ
ব্র্যান্ড পরিচিতি	রিচ, ভিডিও ভিউ ও ধরে রাখার হার, নতুন ফলোয়ার, শেয়ার
কমিউনিটি তৈরি	কমেন্টসেভ, শেয়ার, ইঙ্গেজমেন্ট রেট
ওয়েবসাইট ট্রফিক	লিংক ক্লিক, CTR, প্রতি ক্লিকের খরচ

২.২ সময়কাল ঠিক করুন

সাধারণত শেষ ৯০ দিন নিয়ে কাজ করা ভালো, এবং তুলনার জন্য তার আগের ৯০ দিনও দেখুন। এতে মৌসুমি প্রভাব (যেমন ঈদ বা বড় সেলের মাস) আলাদা করে বোঝা সহজ হয়। ছোট সময় নিলে একটা ভাইরাল পোস্টের কারণে ছবি বিভ্রান্তিকর হতে পারে।

২.৩ যা যা লাগবে

- পেজে অ্যাডমিন বা অ্যানালিস্ট পর্যায়ের অ্যাক্সেস
- **Meta Business Suite**—পেজের ইনসাইটস (রিচ, অডিয়েন্স, কনটেন্টের পারফরম্যান্স)
- **Ads Manager**—বিজ্ঞাপনের খরচ ও ফলাফল
- **Events Manager**—পিক্সেল ও ট্র্যাকিং ইভেন্ট যাচাই
- **Meta Ad Library**—প্রতিযোগীদের চলমান বিজ্ঞাপন দেখার জন্য (সবার জন্য উন্মুক্ত)
- একটি স্প্রেডশিট (Google Sheets বা Excel) এবং স্ক্রিনশট রাখার একটি ফোল্ডার

টিপ

অডিট শুরুর আগে বর্তমান অবস্থার স্ক্রিনশট নিয়ে রাখুন—ফলোয়ার সংখ্যা, রিচ গ্রাফ, বিজ্ঞাপনের সারাংশ। তিন মাস পরে “আগে ও পরে” তুলনা করতে এটি খুব কাজে লাগবে।